গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ''টাস্কফোর্স''এর ৫৬ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার সভাপতি : জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়ঃ : ১২ এপ্রিল, ২০১৮, সকাল- ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থানঃ : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর যুগ্ম-সচিব(আইন) আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

আলোচ্যসূচি- ১.০ গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভায় কোন সংশোধনী না পাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২.০

বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরঃ (০১) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্তে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। তবে সরকারের প্রতিপক্ষের আবেদনের ফলে ১৩/১২/১৭ তারিখ থেকে ০৬ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করা হয়েছে।	প্রতিপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা
(০২) সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ একর জমির জাল দলিল সংক্রান্ত দুদক এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) এর বাদী/ তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় এবং মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জানান যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক কোর্টের মাধ্যমে দুদকে পত্র দেয়া যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে দুদক-কে আবেদন জানাতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা
(০৩) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার আপীল মামলা নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করলে সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ডিডি, ডিএই জানান যে, প্রতিপক্ষ জেলা জজ কোর্টের আপীল নং-৩৩২/১৭ দায়ের করেছেন।	আপীল মামলা নং-০১/২০১২ এর রায়ের কপি সংগ্রহ করতে হবে। জেলা জজ কোর্টের মামলা নং-৩৩২/১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা
(০৪) তফিজউদ্দিন গং ১৯৩৫ সালের দলিলমূলে মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা এর মামলা নং-১৭৩/০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি জড়িত রয়েছে। বর্তমানে মামলায় স্বাক্ষী পর্যায়ে আছে। মামলাটি খারিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে। নতুন দায়েরকৃত মামলা নং-৬১৫/১৭।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যথাসময়ে কোর্টে উপস্থাপন করতে হবে এবং কোর্টে মামলার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
(০৫) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ নং- ১০৯৫/১২ দায়ের করেছেন। যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় মামলাটি খারিজের দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৮/৪/১৮। সাভার কোর্টের নতুন দায়েরকৃত মামলা নং-৭২৬/১৪ এ পক্ষভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। লীজমানি পরিশোধ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে।	সাভার কোর্টের মামলা নং-৭২৬/১৪-তে ডিএই পক্ষভূক্ত হতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
(০৬) বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ দাগের ০.২১৭৫ একর ও ১২১০ দাগের ০.০৫২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ নোটিশ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে মোকাদ্দমা দায়ের করলে বাদীর পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই, বগুড়া ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা দাবীতে-১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি বর্তমানে জবাব দাখিল পর্যায়ে রয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৫/৫/২০১৮। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে, মামলার পরবর্তী তারিখ-১৫/০৫/২০১৮। এ বিষয়ে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করে উক্ত মামলাদ্বয়ে দাখিল করা প্রয়োজন।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ মামলাদ্বয় স্থানীয়ভাবে চালানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। (খ) সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (গ) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করবেন এবং সিভিল রুল-৭০ (কন)/১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ মামলার নথিতে সামিল করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া
(০৭) বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া-তে দে: মো: নং-৪০৬/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। অন্য দুই সংস্থা যথাক্রমে বিএডিসি ও খাদ্য অধিদপ্তর ডকুমেন্ট জমা না দেয়ায় জেলা প্রশাসক, বগুড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে জানানো হয়।	(ক) আগামী সভার পূর্বে সকল ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসক, বগুড়া এর নিকট জমা দিতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসক, বগুড়া'র সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি (খ) ডিডি, ডিএই বগুড়া

(০৮) বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। ডিডি, ডিএই জানান যে, উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১ম আপীলের নং ২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে যা আদালতে দাখিল হয়েছে। মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই।	মামলাটি মেনশন করে কজলিস্টে আনতে হবে।	ডিজি, এই, খামারবাড়ী, ঢাকা
(০৯) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে শুনানী চলমান আছে।	দায়েরকৃত দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে	ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার নুরবাগ গাজীপুর
(১০) গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং- ২২১/১৪ দায়ের করা হয়। মামলা চলমান। গাজীপুর সদর উপজেলার সালনা মৌজার আরএস-৫৮৯ দাগের ২.৯৮ একর জমি ডিএই'র অনুকূলে অধিগ্রহণের নিমিত্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দাবী অনুযায়ী জমি অধিগ্রহনের জন্য ২০১০ সালে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের অনুকূলে ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) গাজীপুর জেলা জজ আদালতে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) অধিগ্রহন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ী, গাজীপুর
(১১) ডিএই'র অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদের সাথে চুক্তি থাকায় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) রয়েছে। তাই উক্ত MOU এবং গেজেট দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	এ সংক্রান্ত আইন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি পর্যালোচনা করে ডিএই প্রয়োজনে সম্প্রসারণ উইংয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি জানাবেন।	ডিজি, ডিএই/ সম্প্রসারণ উইং
(১২) আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারটি ১৯৫২ সন হতে কৃষি বাগান হিসেবে ডিএই'র দখলে আছে। কিন্তু উক্ত জমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং আরএস ও সিটি জরীপে উক্ত জমি গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে ডিডি (লিসাসা), ডিএই জানান যে, রেকর্ডিয় মালিক ডিএই'র সাথে আলোচনা করতে চান না।	(ক) ডিএই'র নামে দখলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে রেকর্ড করার ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) বিষয়টি প্রশাসনিক বিধায় আগামী সভায় কার্যপত্র থেকে বাদ দিতে হবে।	ঐ
(১৩) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে বছর ভিত্তিক লীজ নিয়ে এবং প্রতি বৎসর লীজ নবায়ন করে গুলশান হর্টিকালচার পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজউক লীজ মানি গ্রহণ করার পর রাজউক লীজ নবায়ন করছে না। পরবর্তীতে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে ডিএই জানায়নি। উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনিক বিধায় আর একটি আধা-সরকারী পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) রাজউক-এর সাথে যোগাযোগ করে ডিএই ব্যবস্থা নিবে। (খ) বিষয়টি প্রশাসনিক বিধায় আগামী সভায় আলোচনা থেকে বাদ যাবে।	ঐ
(১৪) (ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বর্তমানে এসডি পর্যায়ে রয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/৭/১৮ খ্রি। (খ) এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী এসডি'র তারিখ-৩০/৫/১৮। ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, সরকারী আইনজীবী নিয়োজিত নেই বিধায় সরকারী আইনজীবী নিয়োগ করা প্রয়োজন। (গ) ডিএই কর্তৃক সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোকঃ নং-৫৯১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় সরকারী উকিল নিয়োগের জন্য ডিএই হতে বিজ্ঞ জিপি-কে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) মামলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) সরকারী আইনজীবীকে দেওয়ানী মামলা নং-৪৬৬/২০১৩ ও ৫৯১/২০১৩-তে মামলায় সম্পৃক্ত করা হবে কি-না এ বিষয়ে ডিএই সিদ্ধান্ত নিবে।	ডিজি, ডিএই।
(১৫) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, তা ৫ম সাব জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ মোকদ্দমার রায়ে উল্লেখ আছে। পরবর্তী ইস্যু গঠনের তারিখ-০৭/৫/১৮। ৫৪/৭৪ মামলার রায় সংগ্রহ করা হয়েছে।	৫৪/১৯৭৪ নং দেওয়ানী মামলার রায়ের কপি মামলা নং-১০১/১৬-তে দাখিল করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
(১৬) ধোলাইপাড় বীজাগারের জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমা চলমান।	শুনানীর নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞ জিপিসহ ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করত হবে এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিজি, ডিএই, ঢাকা

(১৭) ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ-২৫/৫/২০১৮। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহন প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে ডিএই'র প্রতিনিধি জানান।	(ক) দেওয়ানী মামলাটি মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) সম্প্রসারণ উইং ও ডিএই জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(ক) সম্প্রসারণ উইং (খ) ডিজি, ডিএই, (গ) ডিডি, ডিএই, ঢাকা
(১৮) ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।	পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	ডিজি, ডিএই
(১৯)ডিএইর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ শতক জমি অবৈধভাবে দখলে নেয়ার কারণে উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে মামলা দায়ের করা হলে সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মুন্সীগঞ্জ জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং-৩০৩/১৬ দায়ের করেন। অতঃপর মামলাটি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালত হতে ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৭/০৫/২০১৮।	বর্ণিত মোকাদ্দমাটি পরিচালনার জন্য আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।	ডিজি, ডিএই
(২০) ডিএই'র মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ডিএই ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের করে। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/৪/২০১৮। সরকার প্রতিপক্ষ-কে উচ্ছেদের জন্য দায়েরকৃত-৮৭৮/১৩ নং উচ্ছেদের মামলা চলমান আছে। উক্ত মামলায় বাদীর স্বাক্ষ্য ০৭/০৫/১৮ তারিখে।	বিজ্ঞ জিপি/আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, ঢাকা
(২১) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৫.৩৩ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে। প্রায় ১৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় মোট ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হয়। উক্ত আপত্তির মধ্যে ৩৬টির আদেশ সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টির আদেশ সরকারের বিপক্ষে হয়। সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর আপীল দায়ের করা প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে, জমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা প্রয়োজন এবং দলিলের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর আপীল করতে হবে। (খ) আপীল দায়ের সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টিম জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে বৈঠক করবেন। (গ) আগামী এক মাসের মধ্যে নালিশী জমির দলিলাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা
(২২) ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএই'র অফিস কাম বাসভবন নির্মাণের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩৬৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত ০.৫২ একর জমির মালিকানা দাবী করে ডিএই কর্তৃক যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে দেঃ মোঃ নং-৩৬/১৪ দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষীর তারিখ-২৫/৭/২০১৮। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে- ২৮৫/১৬ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৬/০৪/২০১৬।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীসহ ডিএই'র কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এবং জিপিকে সহযোগিতা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ময়মনসিংহ
(২৩) উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির .৩০ শতক জমির মধ্যে .০৫ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং ১৭৮০/১৫ চলমান আছে। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড স্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) দেওয়ানী মোকদ্দমার রায় পাওয়ার পর বেদখলীয় জমির দখল উদ্ধার করতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা
(২৪) লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র প্রায় ৬০ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর বীজগারের জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে উক্ত বীজগারের কক্ষ জেলা পরিষদ স্থানীয় বণিক সমিতি-কে ইজারা প্রদান করে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ কক্ষটি ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে। ১৮৯৪ এর আগে কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তাই কিভাবে ১৮৯১ সালের অধিগ্রহণ কেস জেলা পরিষদ দেখিয়ে জমি দাবী করে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলএ কেসের ডকুমেন্ট দেখা প্রয়োজন।	(ক) জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদ লক্ষীপুর বরাবর ডিএই হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা পরিষদের উক্ত জমির এলএ কেসের ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয় দাখিল করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই (খ) ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর।
(২৫) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক ব্যক্তি দেঃ মোঃ নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ-২২/০৪/২০১৮	(ক) মামলা ০২টি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে আদালতে যুক্তি ও ডকুমেন্ট উপস্থাপন করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
(২৬) ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে এয়ারস্ট্রীপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহনপূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। বিএস জরিপে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেননি। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পূনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানায়। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও ডিএই	(ক) এ বিষয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে তদবির করে প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) তদন্ত কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি খুজে পাওয়া এলএ কেস নং-২৭/১৯৯৭-৯৮ মূলে অধিগ্রহণ করা ২.০০ একর জমির দখল বুঝে নিতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই (খ) ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী

এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল নোয়াখালী সফর করেছেন ও প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদন ডিএই বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে জানান যে, এলএ কেস নং-২৭/৯৭-৯৮ মূলে ২.০০ একর জমি ডিএই'র নামে অধিগ্রহন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জমির মূল্য বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া হয়েছে। জমির দখল বুঝে নেয়া হয়নি। জমির দখল বুঝে নেয়া প্রয়োজন।		
(২৭) নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়ায় আপীল নং-০২/২০১৮ দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-২২/০৪/২০১৮।	শুনানীর পূর্বে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী
(২৮) টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৫.১৩ একর দখলে আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় আছে এবং বিভিন্ন সংস্থাকে কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন।	(ক) জমি বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্টসহ রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর বাদ পড়া জমির বিষয়ে ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, টাংগাইল
(২৯) ডিএই ফরিদপুর পাট সম্প্রসারণ অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় ডিএই ও জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর পক্ষভূক্ত হয়েছে।	(ক) সিপিএলএ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) ১১/১৫ মোকদ্দমায় শুনানীতে সংশ্লিষ্ট জিপি/এজিপি এবং ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর
(৩০) চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য ডিএই কর্তৃক যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে।	(ক) জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট আদালত ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) থেকে সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
(৩১) ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ নং মামলা দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি ১ম আপীল-২১৫/১২ দায়ের করেন। বাদীপক্ষ পেপারবুক না দেয়ায় বিলম্ব হচ্ছে বলে জানা যায়।	মামলাটি নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
(৩২) বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ দায়ের করেন। মামলায় চলমান এ্যাডভোকেট কমিশনের রিপোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে হওয়ায় সরকার পক্ষে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকঃ নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় সরকারের পক্ষে রায় হয়।	(ক) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে। (খ) দেওয়ানী মামলা নং-০৪/২০১৫-তে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
(৩৩) সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য অধিগ্রহণ করে দখল করে নেয়া হয়েছে। টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও ডিএই'র জমি জরিপ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ডিএই/এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সরেজমিনে জমিটি পরিদর্শন করতে পারেন।	অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, সিলেট
(৩৪) কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টি রেকর্ড সংশোধনী জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলা এবং জমির সকল ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। ডিডি (লিসাসা), ডিএই জানান, ০৭টি ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট ০৪টি এখনো পাওয়া যায়নি।	(ক) অবশিষ্ট ০৪টি ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় দাখিল করতে হবে। (খ) দায়েরকৃত মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ
(৩৫) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার ডিডি অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। তারা কোন সারা দেন না। উক্ত জেলা অফিসের এলএ শাখার রেকর্ডরুমের এল.এ রেজিষ্টারে ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেসসমূহ দেখা এবং ১৯৫৮-১৯৬০ পর্যন্ত এলএ কেসের গেজেট বিজি প্রেস বা ডিসি অফিস, খুলনায় খুজে দেখা যেতে পারে।	১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেস এবং গেজেট খুজে বের করতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, খুলনা
(৩৬) ডিএই'র নরসিংদী জেলার মাধবদি সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সৃষ্ট জলিতা নিরসনের লক্ষ্যে ডিএই কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়েরের অগ্রগতি এবং মামলার নম্বর সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও এলএ কেস নং-১০৮/১৯৬২-৬৩ খুজে পাওয়া গিয়েছে।	এল এ কেস নং-১০৮/১৯৬২-৬৩ এর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	(ক) ডিজি, ডিএই, (খ) ডিডি, ডিএই, নরসিংদী

২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সংক্রান্তঃ (০১) বিএডিসি'র সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্তে বিএডিসি কর্তৃক দায়েরকৃত সিপি নং-১০৪০/১৩ গৃহীত হওয়ায় সিএ- ২২৫/১৬ বিচারাধীন রয়েছে।	অতিরিক্ত পেপারবুক দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিএডিসি
(০২) বিএডিসি'র কাশিমপুর, কোনাবাড়ি ও আশুলিয়া'র জমি অধিগ্রহনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দখল নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর-কে পত্র দিতে হবে। বিএডিসি'র নামে নামজারী ও জমাখারিজ প্রয়োজন।	(ক) দখল নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিতে হবে। (খ) নামজারী ও জমাখারিজের দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে দাখিল করতে হবে।	ঐ
(০৩) ঢাকা'র গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট -১১৭.০৮ একর জমির মধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। অবৈধ মালিকদের ঠিকানা সংগ্রহ করা হচ্ছে।	(ক) সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) দ্রুত রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের করতে হবে।	ঐ
(০৪) সাভার মৌজার বিএডিসির সার গুদাম সাভার এর ৩৩ শতক জমির মধ্যে আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমি উদ্ধারের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৫৯৪/১৪ দায়ের করা হয়েছে। মামলার স্বাক্ষীর তারিখ-৩০/৭/১৮।	সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মামলাটি মোকাবেলা করতে হবে।	ঐ
(০৫) বিএডিসির সার গোডাউন নির্মাণের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরের দে: মো: নং-২৩৯/১৫ দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিবাদি মৃত্যুবরণ করায় আরজি সংশোধন করা প্রয়োজন। পরবর্তী তারিখ-০৭/৮/২০১৮।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে আরজি সংশোধন করতে হবে এবং সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।	ঐ
(০৬) মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার ০.৩৩ একর মালিনানা দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিএডিসি কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-৬৫/১৬ দায়ের করা হয়েছে এবং মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ-কে পত্র দেয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-০১/০৭/২০১৮।	ঢাকার দোহার উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মামলা কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।	ঐ
(০৭) বিএডিসির বিভিন্ন অঞ্চলের সার গুদামের জন্য অধিগৃহণকৃত ৯৪ একর এবং ক্রয়কৃত ৭ একর জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং অধিগ্রহণ/ক্রয়কৃত জমির তালিকা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিএডিসির জমি সংশ্লিষ্ট দায়েরকৃত আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কজলিষ্টে আনতে হবে।	(ক) নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার সমস্যাপূর্ন জমির মালিকানা দাবীতে দায়েরকৃত মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। (খ) ঢাকা ব্যতীত সার বিভাগের ২০টি অঞ্চলের সার গুদামের জমির তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ঐ
(০৮) নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য আটি ও আজিপুর মৌজায় ৯.০৫ একর অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইং থেকে এ বিষয়ে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। রীট পিটিশন নং-৪৭৯৭/০৫ কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	(ক) আগামী মাসে আদালত খুললে মামলাটি মেনশন করে কজলিষ্টে আনাতে হবে। (খ) অধিগ্রহনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ-কে পত্র দিতে হবে।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি (খ) যুগ্ম-সচিব (উপক), কৃষি মন্ত্রণালয়
(০৯) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ০.১৬৫০ একর জমির আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হওয়ায় উক্ত রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	আগামী সভার পূর্বে রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা করতে হবে এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
(১০) বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বিএডিসি'র জমি একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর সাথে পত্র যোগাযাগের মাধ্যমে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং হতে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিতে হবে।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি খ) যুগ্ম-সচিব (উপক), কৃষি মন্ত্রণালয়
(১১) বরিশাল জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাউনিয়া মৌজার বিএডিসি'র জমির মিউটেশনের জন্য চলমান মামলা এবং জনৈক ব্যক্তি পূর্ব মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মালিকানা দাবী সংক্রান্ত মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ১.৯৪ একর জমিতে স্থানীয় জনগন কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসা উচ্ছেদ এবং গেজেট চ্যালেঞ্জ করে জনৈক ব্যক্তির দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১০৪৩৪/১৪ মামলাটি দায়ের করেছেন। উক্ত মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।	(১) মামলাসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা করে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিএডিসি
(১২) বিজেআরআই কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও পরে বিএডিসি-কে হস্তান্তরিত দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৮৩৩.০০ একর জমির মধ্যে ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়া সংক্রান্তে উক্ত জমির পূর্ণাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট নং-১৬৩/৬৫সহ সকল ডকুমেন্ট দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়েছে এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে বিএডিসি আংশিক তথ্য প্রেরণ করেছে। বিএডিসির জমিতে জেলা পরিষদ কিসের ভিত্তিতে বাজার তৈরী করেছে, তা জানা প্রয়োজন।	(ক) বিএডিসি আগামী ০১ মাসের মধ্যে ওসি স্যুট নং-১৬৩/৬৫ এর রায়ের কপিসহ ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (খ) বিজেআরআই এর জমিতে জেলা পরিষদ হতে বাজার বসানোর আদেশ/কপি সংগ্রহ করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিএডিসি

৩. [illegible] টিউট (বিআরআরআই)ঃ বিআ [illegible] ীরা এর জমিতে কতিপয় লোক বস্তি বানিয়ে জো: [illegible] প্রশাসক, সাতক্ষীরা বারবার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও উক্ত বস্তিবাসিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বেদখল জমির স্ক্যাচম্যাপ এ মন্ত্রণায়ে প্রেরনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বেদখল জমির স্কেচম্যাপ ও অবৈধ দখলদারদের তালিকা এ মন্ত্রণায়ে প্রেরন করতে হবে (খ) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিজি, বিআরআরআই
৪ **বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীঃ** (০১) দিনাজপুরস্থ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ০.১৬৫ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত হয়নি। ফলে জেলা প্রশাসকের নামে সংশোধিত রেকর্ড হয়েছে। উক্ত রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১১/২০১৩ চলমান আছে।	(ক) বিষয়ে বর্ণিত ডকুমেন্ট/তথ্য অনধিক এক মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর-কে পত্র দিতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন
(০২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তির নামে হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত দেঃ মোঃ নং-৮৭/১৩ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
(০৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট আছে। খতিয়ানের কপি প্রেরণ এবং ব্যক্তিনামে ০.১৪ একর জমি রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) সর্বশেষ জরীপের রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে। (খ) মালিকানা সংশোধনের জন্য মামলা করতে হবে।	ঐ
(০৪) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে ময়মনসিংহ টাউন মৌজার রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর তা সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। এল এ কেস নং ৩৮/৭৯ এর ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালেয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।	(ক) চুড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যথাসময়ে মামলা দায়ের করতে হবে। (খ) এলএ কেস নং-৩৮/৭৯-৮০ এরডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
৫ **বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা):** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির মালিকানা দাবীতে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-২২১২/১২। মামলাটি কজলিষ্ট নেই। এছাড়াও ক্ষতিপূরণ বেশী পাওয়ার জন্য ২২১৩/১২ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মেনসন করে কজলিষ্টে উঠানো প্রয়োজন।	বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এর সাথে যোগাযোগ করে মামলা দুটি মেনশন করে কজলিষ্টে আনতে হবে।	ডিজি, বিনা
৬. **বিবিধঃ** (০১) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার চলমান মামলাসমূহের মধ্যে প্রতিমাসে যে সকল মামলার শুনানী/তারিখ পড়ে, তার সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক মামলার প্রতিবেদনের সাথে আইন অধিশাখা হতে প্রণীত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।	প্রতিমাসে যে সকল মামলার তারিখ/ শুনানী হয়, সে সকল মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি মাসিক মামলার প্রতিবেদনের সাথে আইন অধিশাখা প্রণীত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
(০২) টাস্কফোর্স সভায় নতুন কোন মামলা বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশ এবং প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় অন্তর্ভূক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
(০৩) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপ-লোড করা হয়। সভায় উপস্থিতির সময় সকল সদস্যকে সভার নোটিশ, কার্য-বিবরণী ও কার্যপত্র এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ উপস্থিত থাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় নোটিশ, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী ডাউনলোড করে সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডকুমেন্টসহ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।	ঐ
(০৪) মাঠ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরকারী সম্পত্তির ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষনে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সরকারী সম্পত্তি যাতে বেহাত-বেদখল না হয় সেদিকে আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।	মাঠ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরকারী সম্পত্তির ডকুমেন্ট সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষন এবং বেহাত-বেদখল প্রতিরোধকল্পে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং নিবিড় মনিটরিং করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান

৮.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম হাওলাদার এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও সভাপতি
কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৮.০৪.১৩.১৭- ২০৫

তারিখঃ বৈশাখ ১৪২৫
২৬ এপ্রিল ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট/ বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/ বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।
৪। মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, গাজীপুর/কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৫। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)/বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী।
৬। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৭। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা/কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
৮। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/সম্প্রসারণ/উপকরণ/গবেষণা/সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। উপ-সচিব (সম্প্র:-১/সম্প্র:-২/গবে:-১/গবে:-২/গবে:-৩/উপক:-১/উপক:-২), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
১১। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/গাজীপুর/টাংগাইল/ময়মনসিংহ/ ফরিদপুর/ নরসিংদী/ খুলনা/ চট্টগ্রাম/ নোয়াখালী/ লক্ষ্মীপুর/ কুমিল্লা/সিলেট/গাইবান্ধা।
১১। উপ-পরিচালক, হার্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা/আদাসগেট, ঢাকা/সোবহানবাগ/রাজালাখ, সাভার, ঢাকা/নুরবাগ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, পোড়াবাড়ি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর/টাংগাইল/চট্টগ্রাম/মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
১২। উপ-পরিচালক (লিসাসা), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (লিঃসাঃসাঃ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/ উপ সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

বিতরণ (সদয় অবগতির জন্য) :

১। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/সম্প্রসারণ/গবেষণা/উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৪। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৫। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা-(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৬/৪/২০১৮

(মোঃ আব্দুল কাদের)
যুগ্ম-সচিব (আইন)
ফোনঃ ৯৫৫২৩৭৭।